ভূমিকা

ডিজিটাল মিডিয়ার আলোচনায় একটি নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এটি হল 'public consumption preference', মানুষ কী চাইছে সেটাই মিডিয়ার চালিকাশক্তি। জঁ-লুক গদার বললেন 'আর্ট ইজ দা রিয়ালিটি অফ রিফ্লেকশন।' ডিজিটাল মিডিয়ার কাজকর্ম, পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে গেলে হামেশাই এরকম বিস্ময়কর ধারণার সম্মুখীন হতে হবে।

যা দেখছি সেটাই চূড়ান্ত বাস্তব নয়। বোধ ও চেতনা বাস্তবের রূপ পাল্টে দিতে পারে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় যা দেখছি, জানছি সেটা শেষ কথা নয়। তাই ভাইরাল হওয়া সংবাদের কথা লিখতে গিয়ে এখনও আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক জানায় আনন্দবাজার কিন্তু এই ভাইরাল সংবাদের সততা যাচাই করেনি। এ এক অদ্ভুত প্যারাডাইম, লিখছি এটা সংবাদ, কিন্তু সংবাদটি কতটা সত্য তা নিয়ে আমাদেরই সন্দেহ আছে। এটাই হল ডিজিটাল সাংবাদিকতার বিপদ। সুতরাং ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে হৈচৈ করার আগে এই সব বিপদের কথা স্মরণে রাখা ভালো।

বেতার আসার পরে সবাই ভেবেছিল সংবাদপত্রের দিন শেষ। বেতারে সব খবরই পেয়ে যাচ্ছি দ্রুত, তাই বেতার এগিয়ে আছে। কিন্তু এরপরে দেখা গেল সংবাদপত্র টিকে গেল। বেতারের পাশাপাশি দিব্যি নিজের অস্তিত্ব বহাল রেখেছিল সংবাদপত্র।

টেলিভিশন আসার পরে সংবাদপত্র একটু দুর্বল হল। যা ঘটছে তা দৃশ্য-শ্রবণে আমাদের কাছে আসছে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, এটাই টেলিভিশনের জিত। অক্ষর পড়ে, চিন্তা করে বুঝতে হয়। কিন্তু দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা, অনুভব ছড়িয়ে যায় মনে, অন্তরে। টেলিভিশন এগিয়ে যায়, মুদ্রণ পিছিয়ে পড়ে।

গণমাধ্যমের দুই প্রভাবশালী মাধ্যম সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের ক্ষমতার দোলাচলের মধ্যেই রকেট গতিতে আভির্ভুত হয় ডিজিটাল মাধ্যম। সংবাদপত্র পাঠ, টেলিভিশন দেখাকে ছাপিয়ে যায় মোবাইল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির আয়তনের মোবাইলে যা ঘটে তার কাছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন তুচ্ছ। আজকাল কেউ সংবাদপত্র পড়ে না, কেউ টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখে না, সবাই দেখে মোবাইল, স্মার্টফোনের জাদুতে সকলে মোহগ্রস্ত। খুলে যায় ডিজিটাল মিডিয়ার দিগন্ত, রকমারি বর্ণময় ঘটনার মিছিলের সামনে আমাদের চোখে 'বড় বিস্ময় লাগে।'

ডিজিটাল মিডিয়ার জগতে সবচেয়ে বড় পাওনা হল কনভারজেন্স। একই সঙ্গে বহু মাধ্যম একত্রিত হয়ে তৈরি করে এক নতুন আধার যা একই ভাবে যেমন ব্যাবহারিক

Scanned with OKEN Scanner

তেমনি সৃজনশীল। একটা ছোট মুঠোফোনের মধ্যে কনভারজেন্স সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়। পাওয়ার পয়েন্ট পরিবেশনাতেও কনভারজেন্স কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কনভারজেন্সে একই ফরম্যাটে অনেকগুলো ফরম্যাট এসে মিশছে। লিখিত টেক্সট, অডিও এবং ভিডিও ইচ্ছেমতো নিয়ে আসা যায় ল্যাপটপে, মোবাইল ফোনে। এ যেন অনেক নদী এসে মিলছে এক অপূর্ব জলাশয়ে। সত্যি কনভারজেন্সের তুলনা নেই।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার অপ্রতিহত প্রভাবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। গণমাধ্যমের পুরনো মাধ্যমগুলি ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না নেমে এই মাধ্যমের সহযোগী হয়ে উঠলো। সংবাদপত্রগুলি ইন্টারনেট এডিশন নিয়ে হাজির হল। খবরের কাগজের সঙ্গে সঙ্গে বেতার ও টেলিভিশনও ইন্টারনেট পরিষেবার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পরিষেবায় গ্রাহকরা ইচ্ছেমতো অডিও ও ভিডিও ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে পারে।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার কল্যাণে আমরা পেয়েছি বর্ণময় নানা সোশ্যাল সাইট, যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। এগুলি যতটা সোশ্যাল তার চেয়ে অনেকবেশি পার্সোনাল। আমার ভাবনা, ইচ্ছে সোশ্যাল সাইট গিয়ে সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি।

প্রথাগত মুদ্রণ সাংবাদিকদের সম্প্রচার সম্পর্কে শিখতে হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ভিডিও বা পডকাস্ট তৈরি করতে পারেন যেখানে নতুন সাংবাদিকরা এই দক্ষতাগুলি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অর্জন করছেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ণময় ওয়েবসাইটের মুখোমুখি হতে পারছি। গুগল, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম সব ধরণের মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই সব সমাজমাধ্যম আধুনিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই এগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। সাংবাদিকদের হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে এসে খোঁজাখুঁজি করতে হয়। এই বিষয় নিয়ে দুটি লেখা আছে এই বইতে।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার পরিচয়, প্রথাগত সাংবাদিকতার সঙ্গে তুলনা, অনলাইন সাংবাদিকতা, ডিজিটাল সাংবাদিকতার কাজ কী এ সব নিয়েও আলোচনা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিজিটাল মিডিয়াম জগতের বর্তমান প্রবণতা। নানান বিষয় জড়িয়ে আছে এই প্রবণতার সঙ্গে। এ সব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাংবাদিকরা এখন অনলাইনে স্টোরি লেখার সময় পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কৌশলগুলি ব্যবহার করছেন। মূলত এর অর্থ হল সাংবাদিকরা এমন কীওয়ার্ডযুক্ত স্টোরি তৈরি করছেন যাতে তাদের ওয়েবসাইটটি সহজে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে প্রথম দিকে চলে আসছে যা তাদের পাঠকের ভিউ বাড়াতে সাহায্য করছে। এই বইয়ে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কৌশলগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার সাধ্য, এ ক্ষমতা সবার থাকে না, যার থাকে সে ডিজিটাল ধনী, যার থাকেনা সে ডিজিটাল গরিব। এই বিভাজন যদি থাকে, তাহলে সমস্যা। গরিব অন-লাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। সামগ্রিক অগ্রগতিতে তা হবে এক বড় অন্তরায়।

ডিজিটাল মাধ্যম গণমাধ্যম চর্চায় সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে ডিজিটাল মাধ্যম। মোবাইল ফোন ছাড়া মানুষ এখন এক মিনিটও থাকতে পারে না, তাই তো মাঝে মাঝে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক সাময়িক বন্ধ হলে পুরো বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। এটা সত্য যে একজন সাংবাদিকের কাজ এখনও স্টোরি বলা কিন্তু আধুনিক সাংবাদিককে তার থেকে অনেক বেশি কাজ করতে হয়। পাঠককে শুধু তথ্য দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার দিন শেষ। আজকাল সাংবাদিককে তার পাঠকদের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থাগুলিকে তাদের রচনাকে অনলাইনে প্রকাশ করার সময় চিরাচরিত ভাবনার উর্ধ্বে গিয়ে ভাবতে হচ্ছে। এখন অনলাইনে খবর বলার ক্ষেত্রে আরো ভালো উপায় এসেছে যেটা সাংবাদিকদের ব্যবহার করা উচিত। এই বইয়ে এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিজিটাল যুগে সবই পূর্ণিমার আলো নয়, অমাবস্যার আঁধারও আছে। ভুয়ো খবর ও ভুল তথ্য নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। ডিজিটাল সময়ে প্রেস স্বাধীনতা, এর সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইন্টারনেট সাংবাদিকতার জগতকে বদলে দিয়েছে। আপনি রিপোর্টার, পাঠক, ফিচার, ট্যাবলয়েড সম্পর্কে ভুলে যেতে পারেন, কারণ আজকাল আমরা মূলত অনলাইন নিবন্ধ, নিউজ ফিড, টাইমলাইন, সার্চ ইঞ্জিন এবং পেজ ভিউ সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করি। সাংবাদিকরা স্ব-প্রবর্তক হয়ে উঠেছে কারণ তাদের এখন ফেসবুক এবং টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট জুড়ে তাদের সংবাদকে ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে।। আজ, সাংবাদিকদের তাদের ইন্টারনেট পাঠকদের জন্য উপযোগী সব ধরনের বিষয়বস্তু তৈরি করতে হচ্ছে।

প্রথাগত মুদ্রণ সাংবাদিকদের আধুনিক সম্প্রচার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ভিডিও বা পডকাস্ট তৈরি করতে পারেন যেখানে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা এই দক্ষতাগুলি শিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে অর্জন করছেন।

আরও চিত্তাকর্ষক হল সাংবাদিকরা কীভাবে তাদের স্টোরি এবং বিষয়বস্তুকে ট্র্যাক করতে পারেন। তারা দেখতে পাবেন কারা তাদের বিষয়বস্তুতে সর্বাধিক মন্তব্য করেছেন

Scanned with OKEN Scanner

এবং সেটিকে কতজন শেয়ার করেছেন। সংক্ষেপে, সাংবাদিকদের ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যদি তারা 'আগামী দশকে' টিকে থাকতে চান।

বইটির প্রস্তুতিতে যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছেন, সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ। বিশেষ করে কোঅর্ডিনেটর এবং মানববিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল যা সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। উনি আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও শিক্ষকদের লেখায় বইটি সমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে করি। সাংবাদিকতার পাঠ নেওয়া শিক্ষানবিশ ছাত্ররাই নয়, ডিজিটাল মাধ্যম নিয়ে কৌতূহলী সব মানুষই এই বইটির ফলে উপকৃত হবেন। বইটি পড়লে পাঠকরা নিশ্চিত ডিজিটাল সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি দিশা পাবেন। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, সফল হলাম কিনা সেটা পাঠকরাই বলতে পারবেন। সকল লেখকদের জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২৫.০৫.২০২৩

ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অরিজিৎ ঘোষ

Scanned with OKEN Scanner